যায়যায়দিন

তারিখ 4 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সাদুল্যাপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পরিচালক লাপাত্তা

এসএসসি প্রোগ্রামের ৬০ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেননি

সাদুল্যাপুর (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গাইবান্ধা সাদুল্যাপুরের নলডাঙ্গা উমেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামে ৬০ জন শিক্ষার্থী টাকা দিয়েও ভর্তি হতে পারেননি। কোর্সের পরিচালক ও ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। ৬০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা আদায় করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া গত ১৬ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। ফলে ওই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে না পারায় তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

জানা গেছে, নলডাঙ্গা উমেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষা প্রোগ্রামের অনুমোদন দেয়া হয়। উপজেলার হাজার হাজার ঝরেপড়া শিক্ষার্থী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। চলতি ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি আহ্বান করা হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার শত শত শিক্ষার্থী ওই প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। ভর্তির দায়িত্ব পালন করেন কোর্সের পরিচালক ও ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদুর রহমান। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে ভর্তি ফি বাবদ ২ হাজার ১৫০ টাকা থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করেন। এর মধ্যে ৬০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তিনি প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা আদায় করে আত্মসাৎ করেন। গত ২০ এপ্রিলের মধ্যে ওই ভর্তি ফির টাকা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে ক্লাস শুরুর কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাদের ওই প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের ভর্তি না করে তাদের টাকা আত্মসাৎ করেন কোর্স পরিচালক সাজেদুর রহমান। ফলে শিক্ষার্থীরা কেউ ক্লাস করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কোর্স সমন্বয়কারী শামছুল হক সরকারের কাছে ক্লাস শুরু করার দাবি জানান। কিন্তু শামছুল হক শিক্ষার্থীদের জানান, ভর্তির জন্য নির্ধারিত টাকা কোর্স পরিচালক সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়নি। তাই কেউ এ কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কোর্স সমন্বয়কারী শামছুল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে এ ঘটনায় কোর্স পরিচালক ও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাজেদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি শোকজ করেছে। কিন্তু গত ১৭ এপ্রিল থেকে তিনি আর বিদ্যালয়ে আসছেন না। এমনকি তার পরিবারের লোকজনও তার কোনো খোঁজ দিতে পারছে না। তিনি ওই টাকা আত্মসাৎ করেই লাপাত্তা হয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক জানান, কোর্স পরিচালক সাজেদুর রহমান একইভাবে ২০০৯ সালে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে জমা দেননি। পরে শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে সাজেদুরের বাবা টাকা জমা দিলে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া তিনি শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুস ছত্তার বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।